নগরে এসএসসি পরীক্ষা

নগরীতে বাইশটি কেন্দ্রে পরীক্ষা...

দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা শুরু হয়েছে ২৭ মার্চ। নগরীর ২২ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে নগরীর পরীক্ষার্থীরা জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করল। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা ছাড়াও তাদের অভিভাবকদের মধ্যেও ছিল সমান চিন্তা ও উৎকণ্ঠা। প্রথম পরীক্ষা দিতে অনেক শিক্ষার্থীর মনে সামান্য ভয় কাজ করলেও পরীক্ষা শেষে হলের পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছে। ভয় দূর হওয়ার কথাও জানিয়েছেন অনেকে। প্রথম পরীক্ষাটিতে তুলনামূলক সহজ প্রশ্নপত্র দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে অনেকে। পরীক্ষার্থীর সাথে আসা অভিভাবকদের অনেককে পুরো পরীক্ষার সময়টি হলের বাইরে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। সন্তানকে বাড়তি উৎসাহ দিতে এই অপেক্ষা। কয়েকজন অভিভাবক জানিয়েছেন তাদের মনের দাবী- অন্তত পরীক্ষার ক'দিন নিয়মিত বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা চাই, পরীক্ষা শুরুর আগে কেন্দ্রগুলোতে যাতে পরীক্ষার্থীরা সহজে পৌছাতে পারে সে রকম ট্রাফিক পরিচালনা করা উচিৎ, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রগুলোর রাস্তায় পর্যাপ্ত পাবলিক বাহনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা উচিত, পরীক্ষার অযুহাতে দ্রব্যমূল্যের দাম আরেক দফা যাতে না বাড়ে সেদিকে নজর রাখা উচিত।

ঢাকা মহানগরীর সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, অগ্রণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল ও ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, মেধাবী ও মননশীল জাতি গঠনে এসএসসি পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। পরীক্ষায় যেকোন পর্যায়ে যেকোন ধরনের অপতৎপরতাকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। তিনি জানান, নকলমুক্ত অবাধ পরিবেশে সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীরা প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবে। *(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নগরে এসএসসি পরীক্ষা

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

জীবনের সব ক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ সময় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, ঢাকার জেলা প্রশাসকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তার সঙ্গে ছিলেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোমতাজুল ইসলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কে এম আওরঙ্গজেব, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে একাধিক টিম মহানগরীর বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে। পরীক্ষাকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে। ফলে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার আগে বিদ্যুতের লোডশেডিং দেখা যায়নি। প্রথম দিনের পরিস্থিতিতে তাই অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নগরীরর এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র মোট বাইশটি। এগুলো হল খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, এ কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, নবাবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, আরমানিটোলা সরকারী বিদ্যালয়, গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, মোহাম্মদপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজ, ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল, সরকারী বিজ্ঞান কলেজ সংযোগ স্কুল, মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মুরাদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তরা হাই স্কুল, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বাওয়ানী হাই স্কুল, কদমতলা পূর্ব বাসাবো উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা গভঃ মুসলিম স্কুল, মোল্লারহাট উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিটি কেন্দ্রের আশেপাশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিনে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

এসএসসি পরীক্ষা কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়া অতিক্রম করার জন্য পরীক্ষার্থীদের কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত। পরীক্ষার্থীদের জন্য নগরীর কয়েকজন শিক্ষকের পরামর্শ সংক্ষেপে দেয়া হলঃ

পরীক্ষার আগে কোনক্রমেই রাত জাগা উচিত না। এতে হলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পরীক্ষা চলাকালীন সুষম খাদ্য গ্রহণ ও বাইরের খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। হলে পানি নিয়ে গেলে সুবিধা হবে।

পরীক্ষা দেয়ার সময় কোন সমস্যা হলে পরিদর্শককে অবহিত করতে হবে।

পাঠ্য বিষয়ের কোন অংশ নতুন করে মুখস্ত করা ঠিক হবে না। এত নতুন পড়া তো আয়ত্তে আসবেই না, পুরোনো পড়া অনেক ক্ষেত্রে ভুলে যেতে হয়।

নৈর্ব্যক্তিক অংশের ভরাট পুরোপুরি পূরণ করা উচিত।

ব্যবহৃত কলম দিয়ে উত্তর লেখা উচিত। কারণ, নতুন কলম আস্তে চলে।

সিলেবাস দেখে কোন প্রশ্নের জন্য কত সময় দেবে, তা মনে মনে ঠিক করে আসতে হবে।

হলে ঢোকার আগে রেজিস্ট্রেশন পেপার, প্রবেশপত্র, কলম, পেন্সিল সব আছে কি না দেখে নিতে হবে।

হলে পৌঁছাতে পথে জ্যাম লাগবে, তা ধরে নিয়ে পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে রওনা দিতে হবে।

পরীক্ষার হলে কোন অবস্থাতেই মোবাইল বা বাড়তি কোন যন্ত্রাংশ নেয়া উচিত নয়।

নগরীর কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুত চলে গেলে অন্ধকারে ছেয়ে যায়। তাই বিপদের বন্ধু হিসেবে একটি মোম রাখা মন্দ হবে না।

রফিকুল ইসলাম